Ei-Samay on 12.05.2017

ভুয়ো ডাক্তার চেনার উপায় কী, প্রচারে চিকিৎসকেরাই

ঝিলম করঞ্জাই

প্রেসক্রিপশনে ডাক্তারের নামের পাশে লেখা এমডি (কার্ডিয়োলজি), ডিএম (নিউরো), এমএস (কার্ডিয়োথোর‍্যাসিক) এবং এমসিএইচ (নিউরোসার্জারি)। এহেন প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে চমকে উঠেছিলেন শহরের এক বিশিষ্ট চিকিৎসক। কার্ডিয়োলজিতে এমডি এবং কার্ডিয়োথোর‍্যাসিক সার্জারিতে এমএস ডিগ্রির কোনও অস্তিত্বই যে নেই! শুধু তা-ই নয়, প্রেসক্রিপশনে ওষুধের অসংখ্য বানান ভুল, রয়েছে ভুল ওষুধ লেখার নজিরও। সন্দেহ অমূলক ছিল না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভুয়ো চিকিৎসক।

থেমে যাননি ওই ডাক্তারবাবু। ভুয়ো চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে রোগীদের সচেতন করেছেন। রাজ্যজুড়ে জনসাধারণকে ভুয়ো ডাক্তার চেনার নানা উপায় শেখাচ্ছেন শহরের চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁরা রীতিমতো বই ও প্যামফ্লেট ছাপিয়ে প্রচার করছেন। এ-ও শেখাচ্ছেন যে, কী ভাবে সাইন বোর্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রেসক্রিপশন এবং কথাবার্তা শুনে ভুয়ো চিকিৎসক চিহ্নিত করা যায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই প্রেসক্রিপশন পরীক্ষা করে সন্দেভাজন ডাক্তারদের চিহ্নিত করা শুরু করেছেন।

তবে শহর বা শহরতলিতে খুব বেশি নয়, প্রচার করা হচ্ছে মূলত শহরতলি এবং গ্রামাঞ্চলে। চিকিৎসকরা বলছেন, এই সব অঞ্চলেই জাল ডাক্তারদের দৌরাত্ম্য বেশি। সাধারণ, দরিদ্র, খেয়ে খাওয়া মানুষকে ঠকাচ্ছেন ভুয়ো চিকিৎসকরা।

বিশিষ্ট চিকিৎসক স্বপন জানা বলেন, ‘এই ধরনের জাল ডাক্তার চেনার উপায় সাধারণ মানুষকে জানাতেই আমাদের অভিযান। ইতিমধ্যে একটা ভুয়ো ডাক্তারের মামলায় সাক্ষ্য দিতে হচ্ছে। ঘটনা হল, শুধু ভারতেই নয়, আমেরিকাতেও এই ধরনের ভুয়ো ডাক্তারের প্রকোপ রয়েছে।’

ভুয়ো ডাক্তার ধরতে রাজ্যজুড়ে অভিযান চালাচ্ছে সিআইডি। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চেও রোজ ভূরি ভূরি অভিযোগ জমা পড়ছে। ইতিমধ্যে সিআইডি চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে। চিকিৎসক মহলের একাংশের দাবি, রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে এমন কয়েক হাজার ভুয়ো ডাক্তার রমরমিয়ে ব্যবসা করছেন। তাই সাধারণ মানুষকে জাল এবং প্রকৃত ডাক্তারের তফাত বুঝে নিতে হবে।

স্বপন জানার দাবি, তাঁদের এই প্রচারের ফলে বহু জাল ডাক্তারকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রেসক্রিপশন দেখে সন্দেহ হলেই বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ তাঁদের ফোন করছেন। বহু ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ডাক্তাররা এলাকাবাসীর প্রশ্নের মুখে পড়ে পালিয়েছেন। আরামবাগে এ ভাবেই চিহ্নিত হয়েছিলেন একজন। প্রেসক্রিপশনে এমবিবিএস এবং এমডি (ইন্টারনাল মেডিসিন) লেখা থাকলেও, ওষুধের বানান ভুল লিখতেন ওই ব্যক্তি। সাধারণ মানুষই সন্দেহ প্রকাশ করেন প্রথম। স্বপন জানা বলেন, ‘সর্বত্র মানুষকে যদি এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়, তা হলে প্রতারিত মানুষের সংখ্যা কমবে। ভুয়ো ডাক্তারাও সমঝে চলবেন।’

নকল চেনার সহজপাঠ

‘ভুয়ো’দের লক্ষণ

- নিজেকে ভালো চিকিৎসক প্রমাণের জন্য ঘন ঘন বিভিন্ন শংসাপত্র দেখান
- অলৌকিক ভাবে রোগ সারানোর প্রতিশ্রুতি দেন
- বিভিন্ন নামজাদা হাসপাতাল-নার্সিংহোমে যুক্ত বলে পরিচয়পত্র দেখান, যেগুলি জাল
- প্রেসক্রিপশনে ওষুধের ভুল বানান লেখা থাকে

সন্দেহ হলে কী করবেন

- প্রেসক্রিপশন অন্য চিকিৎসক বা ওষুধের দোকানদারকে দিয়ে খতিয়ে দেখান
- প্রেসক্রিপশনে লেখা রেজিস্ট্রেশন নম্বর ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল ও ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে মিলিয়ে দেখতে পারেন